ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৯৮
আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

রাজ্য সরকার রাজ্যের সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিনোদনের পাশাপাশি রোজগারের মাধ্যম হিসেবেও তুলে ধরার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার তাদের পাশে থাকবে। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাটক, কবিতা, চিত্রকর, আবৃত্তি ইত্যাদি সবগুলিকে যতক্ষণ না পর্যন্ত রোজগারের মাধ্যম করা যায় ততক্ষণ তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সেগুলিকে কেন্দ্র করে রোজগারের সুযোগ সৃষ্টির উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে আই টি, এডুকেশন, স্বাস্থ্য ও কালচারেল হাব গঠন করার প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার নজরুল কলাক্ষেত্রে ললিত কলা একাডেমির একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ললিত কলা একাডেমিকে জায়গা বরাদ্দ করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে শিল্প ও সংস্কৃতির পরিবেশ স্থাপনের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য কাজ করছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এখনও কোনও কালচারেল হাব গড়ে উঠেনি। আমাদের রাজ্যের আগরতলায় কালচারেল হাব স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। একে ভিত্তি করেই রাজ্যে কালচারেল হাব গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। একে উন্নতি করার প্রয়াস নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শচীন দেববর্মণ, রাহুল দেববর্মণদের মতো সঙ্গীতজ্ঞরা আমাদের রাজ্যের গর্ব। তাদের প্রতিভাকে রাজ্যের জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বরং রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতিকে হারিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ে গিয়েছিলো। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতির কোনও সীমা নেই। শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যে কোনও বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী বাপী লাহিড়ীর কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারতীয় ও পশ্চিমী সংগীতকে একত্রীকরণ করেও অনবদ্য সংগীত সৃষ্টি করা যেতে পারে তা বাপী লাহিড়ী দেখিয়েছিলেন। রাজ্যের শিল্প-সংস্কৃতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাতে কোনও ধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকে সেই বিষয়ে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সকলকেই আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন, নাটক হচ্ছে সাধনা। এর তীর্থস্থান হচ্ছে মঞ্চ। দর্শকরূপী ভগবানকে খুশি করলেই নাটকের পরিপূর্ণতা আসে। রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া নাট্য শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। উপাধ্যক্ষ আরও বলেন, রাজ্যকে সংস্কৃতি, শিল্প, ক্রীড়া, শিক্ষা সহ সব বিষয়ে পরিপূর্ণ করতে পারলেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠা সম্ভব হবে। যা রাজ্য সরকারের স্বপ্ন।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন কারণে রাজ্যে নাট্য শিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে চলছে। বর্তমান রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের নাট্য শিল্পকে কোনও মতে হারিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হবে। এবারের এই ১০দিনব্যাপী নাট্য উৎসবে রাজ্যের ২০টি মহকুমা থেকে ২৬টি নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাটক পরিবেশন করবে। প্রতিটি নাট্যগোষ্ঠীকে মঞ্চসজ্জা, আসা যাওয়া ইত্যাদির খরচ বাবদ ১১ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুভাষ দেব বলেন, নাটকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধ, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়। তাই এবারের নাট্য উৎসবে এই সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

*****